তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৩
AUG 19 2002

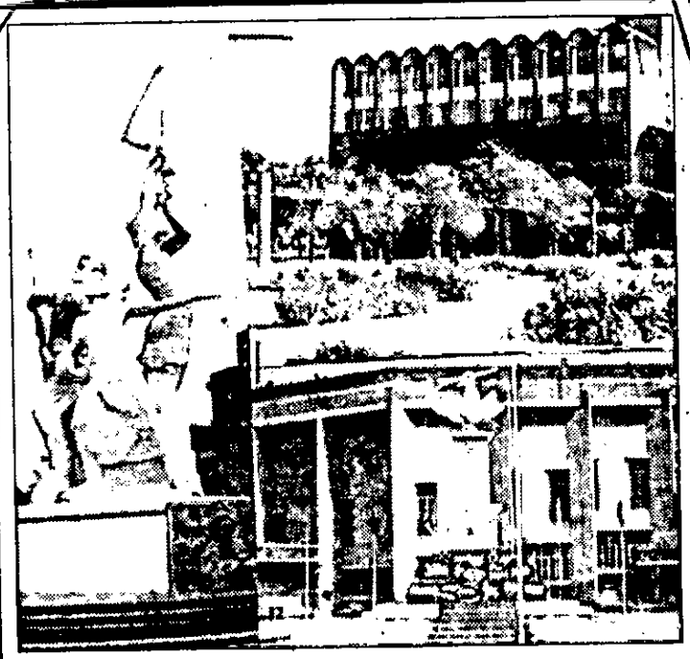

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ঃ বিজয় '৭১ মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য (বামে)। ডানে উপরে প্রশাসনিক ভবন এবং নীচে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিসৌধ —*ইত্তেফাক*

আজ ১৮ আগষ্ট ॥ বাংলাদেশ কৃষি ভার্সিটির ৪১ বছরে পদার্পণ

তোফাজ্জল হোসেন রনি, বাকৃবি সংবাদদাতা ॥ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আজ ১৮ই আগষ্ট গৌরবোজ্জ্বল ৪১ বছরে পদার্পণ করল। ১৯৬১ সালের এ দিনে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠার পর কৃষিবিদদের নিরলস প্রচেষ্টা ও সাধনায় কৃষির ব্যাপক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।

ময়মনসিংহ শহর হতে চার কিলোমিটার দক্ষিণে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম প্রান্তে চিরসবুজ ঘেরা গ্রামীণ পরিমণ্ডলে ১২শ' একর এলাকা নিয়ে গড়ে উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়নাভিরাম ক্যাম্পাস। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে এটা ছিল ইষ্ট পাকিস্তান কলেজ অব ভেটেরিনারি সায়েন্স এ্যাণ্ড এনিম্যাল হাজব্যানড্রি। যা পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ নেয়। ৬১'র ১৮ আগষ্ট জারী হয় পূর্ব পাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ। ১৯৬১'র ২ সেপ্টেম্বর নিযুক্ত হন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভিসি প্রফেসর ডঃ এম ওসমান গনি (বর্তমান শিক্ষা মন্ত্রীর পিতা)। সেই সঙ্গে ১৯৬১-৬২ শিক্ষাবর্ষে শুরু হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম। মাত্র দুটি অনুষদঃ ভেটেরিনারী ও কৃষির মোট ২৩টি বিভাগ ৩০ জন শিক্ষক ও ৪৪৪ জন শিক্ষার্থী নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। পরে পশুপালন অনুষদ (১৯৬২)-কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ (১৯৬৩), কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদ (১৯৬৪) ও মাৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ (১৯৬৭) কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি অনুষদের মোট ৪১টি বিভাগে ছাত্র-ছাত্রী ৫ হাজার ৮৩৪ জন। যার মধ্যে স্নাতকে ৩ হাজার ৮৪৪ জন, স্নাতকোত্তরে ১ হাজার ৭৬০ জন ও পি এইচ ডি-তে ২৩০ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত। ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত ৪ : ১। বর্তমানে শিক্ষকের সংখ্যাক ৪৪৮ জন। এ যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাসকৃত গ্রাজুয়েটের সংখ্যা ২২ হাজার ৪২৩ জন।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে আগত শিক্ষার্থীদের সাথে সেই প্রথম হতেই নেপাল-শ্রীলংকা, সোমালিয়া, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশের শিক্ষার্থীরা এ ক্যাম্পাসে ভীড় জমাচ্ছে। ছাত্রদের জন্য ৯ টি হল ও ছাত্রীদের আবাসিক সংকট নিরসনে নয়া হলটি

(৮ম পৃঃ দ্রঃ)

আজ ১৮ই

(৯ম পৃঃ পর)

চলতি মাসে উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে ছাত্রী হল দু'য়ে পৌছেছে। এতে মোট হল হলো ১১ টি।

স্নাতক পর্যায়ে সেমিষ্টার সিষ্টেম, নয়া বিভাগ কম্পিউটার সায়েন্স এ্যাণ্ড ম্যাথমেটিক্স, বায়োটেকনোলজি, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, কম্পিউটার ল্যাব এবং ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ ল্যাব চালু হয়েছে। সেই সাথে কৃষি মিউজিয়াম, ২৫ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল, সেন্ট্রাল ল্যাব এবং কমিউনিটি হলের নির্মাণ কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এখানে শিক্ষকার্যক্রম ডিগ্রী গবেষণা ও প্রকল্প গবেষণায় সম্পন্ন হচ্ছে। ডিগ্রী গবেষণা উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কমিটির (সি এ এম আর) আওতায় এম এস-এ ৫ হাজার ৯৬৩ জন এবং পি এইচ ডি ৮৬ জন সম্পন্ন করেছে। প্রকল্প গবেষণা বাকৃবি রিসার্চ সিষ্টেম (বাউরেস)-এর মাধ্যমে এ যাবৎ ৫২২টি গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ১৬৫টি গবেষণা প্রকল্পের কাজ চলছে। গবেষণা প্রকল্পের সাথে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা যৌথভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এদের মধ্যে যুক্তরাজ্য কৃষি বিভাগ, আন্তর্জাতিক আনবিক সংস্থা নরওয়ে আন্তর্জাতিক বয়ন সংস্থা, আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান ফাউণ্ডেশন উল্লেখযোগ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ কেন্দ্র (বাউএক), গ্র্যাজুয়েট ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট (জিটি আই), সীড প্যাথলজি সেন্টার, আনবিক কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট (বিনা), মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট (এফ, আর, আই), আর্থ সামাজিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণব্যুরো, কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি রিসার্চ, টেষ্টিং ও কনসালটেশন ব্যুরো গবেষণা কাজে সার্বক্ষণিক সহায়তা করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবনগুলোর মধ্যে আছে: বাউ-৬৩ ও বাউ-১৬ (ধানের জাত) সম্পদ ও সম্বল (সরিষার জাত) ডেবিস, ব্রাগ, সোহাগ ও জি-২ (সোয়াবিনের জাত), কমলা সুন্দরী ও তৃপ্তি (মিষ্টি আলুর জাত), লতিরাজ, বিহারী ও দৌলতপুরী (মুখিকচুর জাত), সয়েল টেষ্টিং কিট, মাগুর ও শিং মাছের কৃত্রিম প্রজনন বীজ ও সার ছিটানো যন্ত্র, সৌর ড্রায়ার, বায়োগ্যাস প্লান্ট, জৈব সার উল্লেখযোগ্য। কৃষি ক্ষেত্রে অবদানের জন্য এ বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয়ভাবে ৬টি গবেষণায় রাষ্ট্রীয় স্বর্ণপদকে ভূষিত হয়। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এখানে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।